HUMAN RIGHTS FORUM ON
UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR), BANGLADESH

(সংযুক্তি-১)

ইউপিআর ফোরামের পক্ষ থেকে উত্থাপিত ইস্যুসমূহ

সর্বজনীন পুনর্বীক্ষণ প্রক্রিয়া চলাকালীন হিউম্যান রাইটস ফোরাম অন ইউপিআর বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত ইস্যুতে সরকারের তরফ থেকে সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার আদায়ে এডভোকেসী ও লবি পরিচালনা করা হয়।

যুদ্ধাপরাধের বিচার:

১. বিচারহীনতার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং আগ্রাসনের অপরাধ তদন্ত ও বিচারের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ।

জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার:

২. বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে স্পষ্ট অঙ্গীকার করা। মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিশেষ করে বিভিন্ন সরকারের আমলে পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী এবং র‌্যাবসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতনের দ্রুত, পর্যাপ্ত এবং নিরপেক্ষ তদন্ত করে দায়ীদের বিচার করা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩. গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতার ও রিমান্ডের বিষয়ে (ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ এবং ১৬৭ ধারা) হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়ন। সরকারী চাকুরিজীবীদের বিচারে অন্তরায় বিভিন্ন আইনী বিধান, যেমন ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৭ ও ১৩২ ধারা বাতিল করা এবং ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন বাতিল করে একটি নতুন পুলিশ আইনের জন্য জনমত সংগ্রহসহ আইন প্রণয়ন করা ।

৪. ছোট-খাট অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারাধীন বন্দীদের জামিন ও প্যারোল এর ব্যবস্থা এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে নিয়মিত কারাগার পরিদর্শনের সুযোগ দেয়াসহ কারাগারে অতিরিক্ত বন্দীর চাপ কমাতে পদক্ষেপ গ্রহণ।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা:

৫. বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যমের স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা ও তা কার্যকর করা। তথ্য অধিকার আইন অনুমোদন।

৬. মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে ফৌজদারী মানহানি, আদালত অবমাননা এবং বই ও চলচ্চিত্রের সেন্সরশিপ সংক্রান্ত আইন সংশোধন করা।

আবাসনের অধিকার:

৭. বিকল্প পুর্নবাসনের ব্যবস্থা না করে জোরপূর্বক বস্তিসহ সব ধরনের উচ্ছেদ বন্ধ করা এবং শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কার্যকর পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

জীবন নির্বাহের অধিকার:

৮. চিংড়ি চাষ, ইকোপার্ক, উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লাখনি ইত্যাদির মাধ্যমে বানিজ্যিক উদ্যেশে কৃষি জমি ও বনাঞ্চলের ব্যবহারের ফলে কৃষক, সমতলের আদিবাসী এবং চরাঞ্চলের মানুষের উচ্ছেদ বন্ধ করা এবং তাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সমতা ও বৈষম্যহীনতা:

নারী অধিকার:

৯. উত্তরাধিকার, বৈবাহিক সম্পর্ক অধিকার, বিবাহবিচ্ছেদ, ভরনপোষণ, শিশুর হেফাজত, অভিভাবকত্ব ও দত্তক নেয়ার ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান পারিবারিক আইনসহ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংস্কার।

১০. গার্হস্থ্য সহিংসতা বিরোধী খসড়া যা আইন মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন, এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সম্পাদিত যৌন হয়রানি বিষয়ক নির্দেশনা -এর উপর জনগণের মতামত সংগ্রহ এবং চূড়ান্ত করণ।

১১. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮ এর ক্ষেত্র-মাফিক (বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও কৃষিক্ষেত্রে) বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

১২. জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠী:

১৩. গণপ্রশাসনে নারী ও সংখ্যালঘুদের জন্য বিদ্যমান কোটা পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং গণপ্রশাসন, বিচার বিভাগ ও সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা।

১৪. অর্পিত সম্পত্তি আইনের অপপ্রয়োগের ফলে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ভূমি দখলের সুসংঘবদ্ধ বৈষম্যের প্রতিকার এবং অর্পিত সম্পত্তি (বাতিল) আইন, ২০01 এর পুনর্বিবেচনা সাপেক্ষে সংশোধন এবং আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার শিক্ষায় নিজস্ব ভাষায় পাঠদানের ব্যবস্থা চালু করা।

১৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭ বাস্তবায়নে, বিশেষত ভূমি বিরোধ (নিষ্পত্তি) কমিশন কার্যকর করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে পূর্ণ কার্যক্রম হস্তান্তর করা, শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা, অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের জন্য বিশেষ টাস্ক ফোর্স কার্যকর করা, ভূমি দখল প্রতিহত করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার তরান্বিত করা।

দলিত জনগোষ্ঠী:

১৬. বর্ণ বৈষম্য রোধে এবং দলিতদের মানবাধিকার রক্ষায় এবং জীবনযাপন ও বৃত্তির অধিকারে বিভেদ, শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ও ভূমিদখল, ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও সহিংসতা বন্ধে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।

ভাষাগত সংখ্যালঘু:

১৭. উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দাবি করে তাদের আবাসন ও পুনর্বাসনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রতিবন্ধী জনগণ:

১৮. প্রতিবন্ধীদের মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সামগ্রিক পুনর্বাসন সুবিধাদি, সব ধরনের স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করা, কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

শ্রমিক অধিকার:

১৯. শ্রম আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন– যেমন পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষতাসম্পন্ন শ্রম পরিদর্শক নিয়োগ, জাতীয় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন, ক্রমবর্ধমান হারে- বিশেষ করে নির্মাণ শিল্পে- কর্মস্থলে মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনায় কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শ্রমিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য গঠিত জাতীয় কাউন্সিল এর কার্যকারিতা নিশ্চিত করা এবং কৃষি শ্রমিক ও গৃহ শ্রমিকদের জন্য আইনগত সুরক্ষার পরিধি বর্ধিত করা ।

২০. অদক্ষ অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য আবশ্যিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, নিয়োগকারী (রিক্রুটিং এজেন্সি) সংস্থাগুলোর নিবন্ধন ও তদারকি নিশ্চিতকরণ এবং অভিবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলোর সাথে জোরদার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তৈরি ও জোরদার করা।

শিশু অধিকার:

২১. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শ্রম খাতে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হ্রাস করতে তদারকির ব্যবস্থা জোরদার করা, শিশু আইন ১৯৭৪ এর প্রয়োগ পুনর্বীক্ষণ করে শিশুদের সহিংসতা ও শোষণ থেকে রক্ষা করা এবং কিশোর বিচার ব্যবস্থা বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনার পূর্ণ বাস্তবায়ন ।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং মানবাধিকার রক্ষা:

২২.নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিচারপতি নিয়োগ,নিু আদালতের স্বাধীনতা নিশ্চিত করাসহ বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।

২৩. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত আইনকে প্যারিস নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা এবং স্বাধীন ও কার্যকর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড:

২৪.ইতিমধ্যে অনুমোদিত মানবাধিকার চুক্তি যেমন, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি (আইসিসিপিআর), অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি (আইসিইএসসিআর), বর্ণ বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত চুক্তি (সার্ড), নির্যাতন বিরোধী চুক্তি (ক্যাট), নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত চুক্তি (সিডও) এবং শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি)- এই আন্ত র্জাতিক চুক্তিগুলো থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি'র যোগাযোগের কার্যধারা এবং বর্ণ বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত চুক্তি এবং নির্যাতন বিরোধী চুক্তি'র তদন্ত কার্যধারা গ্রহণ করা।

২৫. নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি, অর্থনৈতিক,সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি, নির্যাতন বিরোধী চুক্তি এবং প্রতিবন্ধী অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি'র অধীনে প্রাথমিক প্রতিবেদন জমা দেওয়া এবং সিডও সনদের অধীনে পরবর্তী রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদন জমা দেওয়া, বিশেষ পদ্ধতি (স্পেশাল প্রসিডিওর) এর প্রতি উন্মুক্ত আমন্ত্রণ প্রেরণ অথবা দেশ পরিদর্শনের জন্য বিশেষ পদ্ধতি'র অনুরোধ গ্রহণ করা। তাছাড়া আন্তর্জাতিক চুক্তির অঙ্গীকারগুলো রাষ্ট্রীয় আইনে বাস্তবায়ন করতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ।

২৬.সরকার এখন পর্যন্ত অনুমোদন করেনি এমন মানবাধিকার চুক্তি, যেমন- শরনার্থী বিষয়ক কনভেনশন,অভিবাসী শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন,বলপূর্বক অর্ন্তধান বিষয়ক চুক্তি, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯, নির্যাতনবিরোধী চুক্তির ঐচ্ছিক প্রটোকল এবং অর্থনৈতিক,সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি'র ঐচ্ছিক প্রটোকল অনুমোদন।

২৭. সিডও ২০০৪, সার্ড ২০০১ এবং সিআরসি ২০০৩ এর সমাপনী মন্তব্য অনুসারে-

* জাতি, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ, বয়স, প্রতিবন্ধকতার ভিত্তিতে বৈষম্য সৃষ্টির শাস্তি প্রদান এর বিধান সম্বলিত আইন প্রণয়ন এবং উপযুক্ত জাতীয় ট্রাইব্যুনাল ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিরাপত্তা ও প্রতিকার নিশ্চিত করা।
* জাতীয় আইনে শিশু অধিকার সনদ(সিআরসি) মেনে চলা, বিশেষত বিয়ে ও ফৌজদারী দায় এর ন্যূনতম বয়স, শিশুশ্রম, শিশুদের প্রভাবিত করে এমন ক্ষতিকর গতানুগতিক চর্চার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা।

Uddyog, Nari Uddoyog Kendra (NUK), Nijera Kori, Nari Pokkho, National Forum of Organizations working with the Disabled (NFOWD), Research and Development Collective (RDC), Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TI-B)